সপ্তম পরিচ্ছেদ

সামাজিকীকরণ (Socialization)

[সামাজিকীকরণের বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি – শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের ভূমিকা – বিদ্যালয় একটি সামাজিক সংগঠন]

[Nature and process of socialization–role of education : school as a social unit] :

মানুষ সামাজিক জীব। তবে, শিশু সামাজিক হয়েই জন্মগ্রহণ করে না বা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক হয়ে যায় না। সে জন্মের পর জৈব প্রকৃতির থাকে। তখন তার কেবল জৈব চাহিদা থাকে। সামাজিক পরিবেশে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে (তার সঙ্গে) ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শিশুর সামাজিকীকরণ হতে থাকে এবং শিশু মানব প্রকৃতি লাভ করে। কালক্রমে শিশু সামাজিক প্রকৃতি লাভ করে। শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা থাকে তা পরিবেশের মধ্যে থেকে বহুবিধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রস্ফুটিত হয়। এই অভিজ্ঞতার সাহায্যেই শিশুর ভিতরের মানব প্রকৃতি লাভ করে পরিণত এক স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বে। সমাজবিজ্ঞানে একেই বলা হয় "সামাজিকীকরণ"। সামাজিকীকরণ বলতে বোঝায় একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসাবে গড়ে উঠবে। প্রত্যেক সমাজের একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকে যার মধ্যে দিয়ে শিশুদের সমাজের যোগ্য ও সক্রিয় সদস্য হিসাবে গড়ে তোলা হয়।

মানুষ আজ সভ্য মানুষ হিসাবে পরিচিত তার সংস্কৃতির কারণে। এই সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ তার প্রত্যেকটি সদস্যকে এই কারণেই সামাজিকীকরণের চেষ্টা করে। সামাজিকীকরণকে অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির সঞ্চালন বলা হয়ে থাকে যা শিশুকে সেই সমাজের রীতিনীতি, অভ্যাস, আচার আচরণে অভ্যস্ত করে তোলে। শিশু জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই ঐ পরিবেশে বাস করার ফলে এবং বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে ঐ সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এইভাবে তার ব্যক্তিত্ব ও মানব প্রকৃতি একই ধারায় সিক্ত হয়ে গড়ে ওঠে। তার সামাজিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়। শিশু চারিপাশের আচরণ দেখে তা সম্পাদন করতে শেখে অনুকরণের মাধ্যমে এবং শিখণের মাধমে। শিক্ষা বা শিখণ-সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার আংশিক সাহায্যকারী বলে শিক্ষার মাধ্যমেই সামাজিকীকরণ সম্ভব হয়।

অধ্যাপক Kingsley Davis (কিংসলে ডেভিস)-এর মতে, যে পদ্ধতিতে মানব

Scanned with CamScanner

শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলা হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক Ogburn ও Nimkoff (অগবার্ন ও নিমকফ) বলেন, যে পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর মূল্যবোধ ও নিয়মনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনে সক্ষম হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলা হয়। ("Socialization is the process by which the individual learns to conform to the norms of the group." R.T. La piere and Farnsworth মোটামুটি এই ধরণের অভিমতই প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, ব্যক্তির মানবিক গুণাবলী যেমন ভাবে বিকশিত হয় এবং ব্যক্তি যেভাবে সামাজিক জীবে পরিণত হয়, তাকে বলা হয় সামাজিকীকরণ।

সামাজিকীকরণের পদ্ধতিতে সমাজের প্রচলিত রীতি, প্রথা, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ এবং সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে মানবশিশু। শিশুকে পরবর্তীকালে যে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে হবে তার জন্য যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা তাকেই বলা হয় সামাজিকীকরণ। সমাজে তার নিজস্ব কর্তব্য কিভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করবে তার শিক্ষা দেওয়া বা গ্রহণ করাকেই সামাজিকীকরণ আখ্যা দেওয়া যায়।

H. M. Johnson তাঁর Sociology গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : Socialization is learning that enables the learner to perform social roles. 'সামাজিকীকরণ' কে ব্যক্তিগত দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয় এটি একটি বিশেষ প্রণালী। এই প্রণালীর সাহায্যে শিশু তার গোষ্ঠীগত আচার-আচরণ, নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি আয়ত্ব বা অর্জন করে। এই আয়ত্বীকরণের দ্বারাই শিশু ধীরে ধীরে সমাজের দায়িত্বশীল সদস্যে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে Arnold Green তাঁর Sociology গ্রন্থে বলেছেন : Socialization is the process by which the child acquires a cultural content, alongwith selfhood and personality.'

সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েই এই সামাজিকীকরণের উপর নির্ভরশীল। সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা করার জন্য ও তার স্থায়িত্বের কারণে ব্যক্তির সামাজিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও সংস্কৃতির ধারা বংশ পরম্পরায় সঞ্চালিত করার জন্য সমাজের প্রত্যেক সদস্যের সামাজিকীকরণ অপরিহার্য। এই ভাবেই সমাজের বিধি নিষেধ ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। সমাজ ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন হয়।

সামাজিকীকরণ হল এক ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমাজের বিধিবদ্ধ আচরণ অভ্যাস আয়ত্ব করা হয়ে থাকে। সমাজস্থ মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করে সামাজিকীকরণের সাহায্যে। যদি সামাজিকীকরণ সঠিকভাবে না হয়, তবে ব্যক্তিত্ব বিকাশও যথাযথ হয় না। আবার যে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ যথাযথ ভাবে হয়েছে,

Scanned with CamScanner

তার ব্যক্তিত্বের গঠনও সঠিক হয়েছে আশা করা যায়। এজন্যই ব্যক্তিত্বের তারতম্য দেখা যায়। এই সামাজিকীকরণের তারতম্যের ফলে কোন ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক, কেউ বা অর্ন্তমুখী, অথবা কেউ কেউ বহির্মুখী। সুতরাং এক এক ধরণের সামাজিকীকরণের ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কি ধরণের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে তা নির্ভর করে কিভাবে এবং কি ধরণের সামাজিকীকরণ হল তার উপর।

সামাজিক সংহতি রক্ষা করার ক্ষেত্রেও সামাজিকীকরণ অত্যন্ত জরুরী এক পদ্ধতি। এই সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সমাজের উত্তর পুরুষ অর্থাৎ যারা সদ্য সদস্য হল তারা সমাজের সমস্ত কিছু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয় এবং সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়। সুতরাং সংহতির প্রশ্নেও সামাজিকীকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে Ogburn এবং Nimkoff মন্তব্য করেছেন যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের চাইতেও সামাজিকীকরণ, সামাজিক সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সবশেষে বলা যায়, সামাজিকীকরণ হল একটি এমন প্রক্রিয়া যার সাহায্যে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের একজনের সঙ্গে আরেকজনের ব্যাপক ও গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যা সকলকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল দায়িত্ববোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে নিজেদের পরিণত করে। এর ফলেই সমাজের স্থায়িত্ব ও সংহতি বজায় থাকে এবং সমাজ ব্যবস্থার ধারা অব্যাহত থাকে। সামাজিকীকরণ হল সামাজিক শিক্ষণ যা প্রত্যেকটি সমাজের প্রত্যেকটি সদস্যের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। অধ্যাপক Vidya Bhusan and Sachdeva মন্তব্য করেছেন, "It is through the process of socialization that the new born individual is moulded into a social being and men find their fulfilment within society. Man becomes what he is by socialization".

সামাজিকীকরণের প্রণালী ও প্রক্রিয়া (Process of Socialization) :

মানুষ তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে প্রতিনিয়ত। এই সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়াই হল সামাজিকীকরণ। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তার গোষ্ঠী বিধি, আচরণ ও রীতিনীতি আয়ত্ত করবার প্রয়াস চালায়। এটি একটি প্রক্রিয়া এবং জন্মের পর থেকেই তা শুরু হয়। প্রাণী হিসাবে মানুষের মধ্যে কিছু অন্তর্নিহিত উপকরণ রয়েছে যা এই সামাজিকীকরণে সাহায্য করে। অর্থাৎ জন্মের পর থেকেই সামাজিক পরিবেশের সংস্পর্শে সেই উপকরণগুলি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং সামাজিকীকরণে প্রভাব বিস্তার ক'রে তাকে সম্ভব ক'রে তোলে। অর্ন্তনিহিত সেই শক্তিগুলি যেগুলি সামাজিকীকরণের

Scanned with CamScanner

প্রক্রিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তা হল নিম্নরূপ :

১) অভিব্যক্তি (Reflexes)
২) সহজাত প্রবৃত্তি (Instincts)
৩) জেদ (Urges)
৪) ক্ষমতা (Capacities)
৫) শিক্ষা বা আয়ত্তীকরণের ক্ষমতা (Educability)

সামাজিকীকরণ জীবনব্যাপী এক প্রক্রিয়া। বলা যেতে পারে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই তা শুরু হয় এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। জন্মের আগে গর্ভাবস্থায় পরিচর্যার উপর শিশুর সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ ও সুস্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভশীল। সুতরাং নবজাতকের গড়ে ওঠা ও বেড়ে ওঠা তার সামাজিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষভাবে জন্মের পর থেকে সামাজিকীকরণের প্রনালী সক্রিয় হয় এবং বিরামহীনভাবে চলতে থাকে সেই প্রক্রিয়া মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। অর্থাৎ সারাজীবন ব্যাপী এই প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে।

পূর্বে মনে করা হত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া কেবলমাত্র শিশু ও কিশোর কিশোরীদের মধ্যেই ক্রিয়াশীল থাকে সুতরাং এদের মতে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেই সামাজিকীকরণ কথাটি ব্যবহার হত। কিন্তু বর্তমানে এই ধারনার পরিবর্তন ঘটেছে। জীবনের বিভিন্ন সময়ে মানুষ, সমাজে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সেই ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করবার জন্য তাকে সেই বয়সের উপযুক্ত আচার-আচরণ রীতিনীতি আয়ত্ত করতে হয়। একই পরিবারের সদস্য হয়েও আমাদের ভূমিকা বিভিন্ন বয়সে পরিবর্তিত হয় যার ফলে নতুনভাবে অথবা পরিবর্তিত উপায়ে আচরণ সম্পাদনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মানুষ শিশু অবস্থায় এক ধরণের আচরণ, প্রাপ্ত যৌবনে আর এক ধরণের আচরণ, বিবাহিত জীবন এবং শেষে বার্ধক্যে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে থাকে। সুতরাং জীবনব্যাপী সামাজিক ভূমিকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। যার জন্য বলা হয় সামাজিকীকরণ হল জীবনব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন এক প্রক্রিয়া। তবে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ায় নবজাতকের মধ্যেকার যে বৈশিষ্ট্যগুলি সামাজিকীকরণে সাহায্য করে সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের জানা দরকার।

১) অভিব্যক্তি (Reflexes) :

কোন উদ্দিপকের প্রভাবে ব্যক্তি যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে

Scanned with CamScanner

বলে অভিব্যক্তি। যেমন— খাদ্য দ্রব্যের সংস্পর্শে এলে আমাদের লালা নিঃসৃত হয়। এই ধরণের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যক্তির অভিব্যক্তির ক্ষমতার পরিধি স্থিরীকৃত হয়। এরই ভিত্তিতে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়।

২) সহজাত প্রবৃত্তি (Instincts) :

সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের জন্মগত। এই সহজাত প্রবৃত্তির ভিত্তিতে অনেক মনস্তত্ত্ববিদ মানুষের আচার-আচরণকে ব্যাখ্যা করার কথা বলেছেন। Freud McDougall, Smith ইত্যাদি মনোস্তত্ত্ববিদরা এই ধারণার সমর্থক। তাঁদের মতে মানুষের আচরণের পিছনে রয়েছে কোন না কোন সহজাত প্রবৃত্তি। তবে এই মতের বহু সমালোচনা হয়েছে এবং সমালোচকদের মতে মানুষের আচার-আচরণ কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ সহজাত প্রবৃত্তিগুলি জীবনের সমস্ত স্তরে একই অবস্থায় একইভাবে থাকে না। সুতরাং তাকে ভিত্তি করে কোন আচরণকে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

৩) জেদ (Urges) :

অনেকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম উপাদান হিসাবে জেদের কথা বলেন। মানুষের আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সময় জেদকে গুরুত্ব দেওয়া হ'য়ে থাকে। অশান্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টির মূলে যেমন থাকে জেদ (Urges) আবার উত্তেজনা প্রশমনের পিছনেও থাকে জেদ।

৪) ক্ষমতা (Capacities) :

মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক মানুষ কিছু না কিছু ক্ষমতার অধিকারী। এই কর্মক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে পরিবেশের তারতম্যের কারণে। ব্যক্তির ক্ষমতার এই সীমাবদ্ধতা মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অতিক্রম করার প্রয়াস পেয়েছে। নানা ধরণের কলা কৌশলের মাধ্যমে ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে দূর করার চেষ্টা চলছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সফলতাও এসেছে।

৫) শিক্ষার্জনের ক্ষমতা (Educability) :

মানুষের ক্ষমতা যেমন সীমাবদ্ধ, প্রত্যেকের শিক্ষার্জনের ক্ষমতাও তেমনি সীমাবদ্ধ। সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার উপাদান হিসাবে শিক্ষার্জনের ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে নতুন ধরণের কৌশল ও পন্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে শিক্ষার্জনের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

Scanned with CamScanner

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান (Factors of the process of Socialization) :

সমাজের সংহতি রক্ষা ও সুস্থ, সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ গোষ্ঠী জীবনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমাজের রীতিনীতি আচার আচরণ অভ্যাস করতে বা আয়ত্ত করতে হয়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়ার পিছনে কাজ করে কতকগুলি উপাদান। সেই উপাদানগুলি হ'ল যথাক্রমে—

ক) অনুকরণ (Imitation)
খ) অভিভাবন (Suggestion)
গ) অঙ্গীভূতকরণ (Identification)
ঘ) ভাষা (Language)

ক) অনুকরণ (Imitation) :

একজন যখন অন্য একজনের আচার-আচরণ নকল করে তখন তাকে অনুকরণ বলে। শিশুদের মধ্যে এই অনুকরণ প্রবণতা বিশেষ ভাবে দেখা যায়। এরই প্রভাবে ছোটরা পিতামাতা, আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুকরণের মাধ্যমে নানাধরণের আচার আচরণ, ভাষা, উচ্চারণ, কথা বলার ধরণ-ধারণ ইত্যাদি আয়ত্ত করে থাকে যা সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। সুতরাং অনুকরণ হ'ল সামাজিকীকরণের প্রয়োজনীয় একটি উপাদান।

খ) অভিভাবন (Suggestion) :

এই অভিভাবন প্রক্রিয়ায় কোন একটি প্রস্তাব অন্য একজন দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করে। অনেক ক্ষেত্রে কোনও যুক্তি সঙ্গত ভিত্তি নাও থাকতে পারে অথবা কোনও বিশ্বাস উৎপাদনের প্রচেষ্টা নাও করা হতে পারে। কেবলমাত্র যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য বা প্রস্তাব প্রেরিত হয় বা স্বীকার ও গ্রহণ করা হয়। এর ফলে শিশুরা অতি সহজেই অবহিত হতে পারে। তারা যুক্তিতর্কের সাহায্য নিতে পারে না এবং তাদের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি বিশেষ হয় না। তাই বয়স্কদের অপেক্ষা শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবন প্রক্রিয়া সহজেই কার্যকরী হয়। তবে এই প্রক্রিয়া ব্যক্তি বিশেষে পরিবর্তিত হয়। কারণ এটি প্রধানতঃ মনোস্তাত্বিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা ব্যক্তিগত বা অন্তর্নিহিত।

গ) অঙ্গীভূতকরণ (Identification) :

শিশু জন্মের পর বেশ কিছুদিন কেবলমাত্র জৈব অস্তিত্ব নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে

Scanned with CamScanner

সঙ্গতিবিধান করে। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে তার নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের মানুষ ও জিনিষপত্র গুলিকে পৃথক করে অঙ্গীভূত ক'রে নেয়। এইভাবে অঙ্গীভূতকরণের জিনিসে পরিনত হতে থাকে তার বিভিন্ন ধরনের খেলনা, ছবির ও ছড়ার বই, মা-বাবা ও অন্যান্য মানুষজন যাঁরা তার প্রয়োজন পূরণ করেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে সমাজের সঙ্গে একাত্মতা গ'ড়ে ওঠে ও সামাজিকীকরণ চলতে থাকে। জৈবিক অস্তিত্বের থেকে শিশু সামাজিক অস্তিত্ব লাভ করে।

ঘ) ভাষা (Language) :

মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হ'ল ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই একজন মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয় অপর জনের। সুতরাং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ভাষা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জন্মের পর শিশু ধীরে ধীরে তার পরিবেশ থেকে বাক্ যন্ত্রের অনুশীলন ও ভাষা আয়ত্ব করতে শেখে। ভাষার বিকাশ শিশুর সমাজ জীবনে সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে এবং নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আচার-আচরণ সবই সঞ্চালিত হয় ভাষার মাধ্যমে। সুতরাং ভাষা হ'ল সামাজিকীকরণের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ :

সমাজে সকল মানুষের মধ্যে চিন্তায়, ভাবনায় মননে ও আচরণে যখন অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এর জন্য প্রয়োজন শিশুদের সামাজিকীকরণ। এই সামাজিকীকরণের জন্য যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে শিক্ষাই অন্যতম এবং কার্যকরী পন্থা।

শিক্ষা হ'ল জীবনে এমন অভিজ্ঞতা লাভ যার সাহায্যে ব্যক্তির উন্নতি বা বিকাশ ঘটবে। বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতা যে ব্যক্তি অর্জন করে তার সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশও ব্যাপক ভাবে ঘটে। অর্থাৎ নানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সংস্পর্শে বৈচিত্রপূর্ণ মানুষ, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নানা ধরনের আচার-আচরণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই ধরনের অভিজ্ঞতা শিক্ষারই নামান্তর। কারণ তা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে।

আবার যখন আনুষ্ঠানিকভাবে কোন নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী কোন কৌশল আয়ত্ব করার ব্যবস্থা করা হয়, তাকেও নির্দিষ্টভাবে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলা হয়, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা হয় তাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময়সূচীর মধ্যে

Scanned with CamScanner

পাঠ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা।

প্রত্যেক সমাজেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংহত ও নিয়ন্ত্রিতভাবে গঠন করা হয়। শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার কার্যকাল ও উদ্দেশ্য সমস্তই সুনিয়ন্ত্রিত থাকে। সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেক সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থা গ'ড়ে ওঠে।

সমাজবিদ্‌দের মতে, সমাজসংরক্ষনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমাজের স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখে জীবনধারাগত বৈশিষ্টগুলি প্রবাহমান রাখতে বংশ পরম্পরায় শিক্ষার মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়। এই জন্যই সামাজিকীকরণ হ'ল শিক্ষার ভিত্তিভুমি।

এছাড়াও, শিল্পায়নের ফলে সমাজের যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে, শিক্ষা ব্যবস্থাকেও সেই প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত করা হচ্ছে। সমাজের নানা ক্ষেত্রে দক্ষ এবং শিক্ষন প্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন অনুভুত হ'চ্ছে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় এসেছে পরিবর্তনের ঢেউ।

পুর্বে যে সমাজ ছিল সহজ সরল, তার জীবন প্রনালী ছিল অভিন্ন ও স্বচ্ছন্দ। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সরল। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠল তা বহুল পরিমানে জটিল। আধুনিক সমাজে মানুষকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে গেলে যে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন তার আয়ত্তীকরণ আনুষ্ঠানিক বিধিবদ্ধ শিক্ষার বিদ্যায়তন ব্যতীত হওয়া সম্ভব নয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা হয় এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াও শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব হয়। এর ফলে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় এবং সামাজিক স্থিতাবস্থা ও সংহতি বজায় থাকে। এজন্য শিক্ষাকে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এক বিশেষ প্রয়োজনীয় সংযোগকারী শক্তি (integrative force) হিসাবে গন্য করা হয়। বিদ্যায়তনের মাধ্যমে যে বিধিবদ্ধ (formal) শিক্ষা দেওয়া হয় তা শিক্ষার্থীদের সামগ্রিকভাবে এবং আদর্শগতভাবে যেমন মূল্যবোধ ও সমাজচেতনা জাগিয়ে তোলে, তেমনি সদা পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে দক্ষ করে তোলে।

আদর্শগত ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর কোনও রকম স্বার্থ বা মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত নয় বলে একক সংযোগকারী শক্তি হিসাবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তবে বাস্তবে সব সমাজে এর প্রতিফলন দেখা যায় না। Durkheim এর মতে, কেবলমাত্র বৃহত্তর সমাজের জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই শিক্ষার কাজ নয়। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে যাতে চলতে পারে তার জন্য শিশুদের প্রস্তুত করাও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আবার Bottomore বলেছেন যে সামাজিক পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মানসিকতা গ'ড়ে তোলার অর্থ হল শ্রেণীগত আদর্শ ও মূল্যবোধের

Scanned with CamScanner